রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, আগস্ট ২৭, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১২ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ২৭ আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নম্বর ২৯৮--আইন/২০২৪।—সরকার, Commissions of Inquiry Act, 1956 (Act No. VI of 1956) এর section 3 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, আইন-শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থা তথা বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), বিশেষ শাখা, গোয়েন্দা শাখা, আনসার ব্যাটালিয়ন, জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই), প্রতিরক্ষা বাহিনী, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই), কোস্ট গার্ড সহ দেশের আইন প্রয়োগ ও বলবৎকারী কোনো সংস্থার কোনো সদস্য কর্তৃক জোরপূর্বক গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধানের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত ০৫ (পাঁচ) সদস্য-বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিশন, অতঃপর 'কমিশন' বলিয়া উল্লিখিত, গঠন করিল :—

(১)	বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগ	সভাপতি
(২)	বিচারপতি মোঃ ফরিদ আহমেদ শিবলী, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগ	সদস্য
(৩)	জনাব নূর খান, মানবাধিকার কর্মী	সদস্য
(৪)	মিজ্ নাবিলা ইদ্রিস, শিক্ষক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৫)	জনাব সাজ্জাদ হোসেন, মানবাধিকার কর্মী	সদস্য

মূল্য : টাকা ৪.০০

২। কমিশনের কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) বিগত ০১/০১/২০১০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ হইতে ০৫/০৮/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থা তথা বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), বিশেষ শাখা, গোয়েন্দা শাখা, আনসার ব্যাটালিয়ন, জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই), প্রতিরক্ষা বাহিনী, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই), কোস্ট গার্ড সহ দেশের আইন প্রয়োগ ও বলবৎকারী কোনো সংস্থার কোনো সদস্য কর্তৃক জোরপূর্বক গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধান, তাহাদের সনাক্ত করা এবং কোন পরিস্থিতিতে গুম হইয়াছিল উহা নির্ধারণ করা;

(খ) জোরপূর্বক গুম হওয়ার ঘটনাসমূহের বিবরণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা এবং এতদ্‌বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা;

(গ) জোরপূর্বক গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধান পাওয়া গেলে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকে অবহিত করা;

(ঘ) জোরপূর্বক গুম হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত তদন্তের তথ্য সংগ্রহ করা; এবং

(ঙ) উপরি-বর্ণিত উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট যে কোনো কার্য করা।

৩। কমিশন, Commissions of Inquiry Act, 1956 অনুসারে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিয়া আগামী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারের নিকট তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

৪। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে ও কমিশনের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিবে এবং কমিশনকে সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত যে কোনো ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

৫। কমিশনের সভাপতি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারক এবং কমিশনের সদস্য হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারকের মর্যাদা এবং অন্যান্য সুবিধা ভোগ করিবেন।

৬। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd